নতুন সংযোজিত গান

[১]

অমন করে হাসিসনে আর রাইলো।
যুই পোড়ার মুখে হাসিসনে আর রাইলো
ছি ছি রঙ্গ করিস অঙ্গে মেখে কৃষ্ণ কালির ছাই লো॥

বাঁশি হাতে গাছে চড়া
কয়লা বরণ গয়লা ছোঁড়া সে লো
সেই নাটের গুরু নষ্টের গোড়া তোর প্রেমের গোঁসাই লো॥

ঐ গো-রাখা রাখালের সনে
তোর নিন্দা শুনি বৃন্দাবনে রাই লো
ছি ছি কেষ্ট ছাড়া ইষ্ট কি আর ত্রিভুবনে নাই লো
ঐ অমাবস্যার কৃষ্ণ-চাঁদে
বাসলে ভালো কোন সুবাদে তুই লো
তুই দিন-কানা হয়েছিস রাধে ভাবিয়া কানাই লো॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 17262 শিল্পী : কে. মল্লিক

[২]

তেওড়া

অম্বরে মেঘে মৃদঙ বাজে জলদ-তালে
লাগল মাতন ঝড়ের নাচন ডালে ডালে॥

দিগন্তের ঐ দুর্গ-মূলে ধূলি-গৈরিক কেতন দুলে
কে দুরন্ত আগল খুলে ঘুম-ভাঙালে॥

থির সাগরের নীল তরঙ্গে আনন্দেরি
সেই নাচনের তালে তালে বাজিল ভেরি।

মাভৈঃ মাভৈঃ ডাক শুনি যার
পথ ছেড়ে দে রথ এলো তাঁর।
দুর্দিনে সে বজ্র-শিখার মাতন জাগে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7251 শিল্পী : শংকর মিশ্র

[৩]
কাহার্‌বা

আজকে শাদি বাদশাজাদীর
পান করো শিরাজি॥
নেশার ঝোঁকে চোখে চোখে
খেলুক আতস বাজি
(সবে) পান করো শিরাজি॥
সামনে মোরা যাকে পাব
রঙিন পানি পান করাবো
প্রাণে খুশীর রঙ ঝরাবো
নেচে গেয়ে আজি
সবে পান করো শিরাজি॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7398 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা

[৪]
তাল-ফের্‌তা

আজি অলি ব্যাকুল ওই বকুলের ফুলে
কত আদরে টানি
চুমে বদনখানি
ফুলকলি লাজে পড়ে বুকে ঢুলে ঢুলে॥

আসে ফুল-বধূ
বুকে ভরা মধু
হাসে ভ্রমর-বঁধু কলি সনে দুলে দুলে॥

সোহাগে গুনগুনিয়ে সব কথা তার কইতে বাকি
সলাজ ফুল-কুমারীর ঘোমটা খানি খুলতে বাকি,
গোপনে গোপন বুকের সুধাটুকু লুটতে বাকি,
না-কওয়া যত কথা কানে কানে বলে খুলে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7054 শিল্পী : ধীরেন্দ্রনাথ দাস

[৫]

কাহারবা

আজি আল কোরায়শী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম
তাঁর কদম মোবারকে লাখো হাজারো সালাম।
তওরত ইঞ্জিলে মুসা ঈশা পয়গম্বর
বলেছিলেন আগাম যাঁহার আসারি খবর
যাঁহার দিয়েছিলেন নাম
সেই আহমদ মোর্তজা আজি এলেন আরব ধাম॥

আদমেরি পেশানিতে জ্যোতি ছিল যাঁর
যাঁর গুণে নূহ তরে গেল তুফান পাথার
যাঁর নূরে নমরুদের আগুন হলো ফুলহার
সেই মোহাম্মদ মুস্তাফা এলেন নিয়ে দ্বীন-ইসলাম॥

এলেন কাবার মুক্তিদাতা মসজিদের প্রাণ
শাফায়াতের তরী এলো পাপী তাপীর ত্রাণ,
দিকে দিকে শুনি খোদার নামের আজান
নবীর রূপে এলো খোদার রহমতেরি জাম॥

রেকর্ড নং : TWIN FT4884 শিল্পী : আবদুল লতিফ এন্ড পার্টি

[৬]

পদ্মাবতী-ঝাপতাল

আজি নন্দলাল সুখচন্দ নেহারি
অধীর আনন্দে
অন্তর কাঁপে ঝরে প্রেমবারি॥

বকুল বনে হরষে ফুলদল বরষে
গাহে রাধা শ্যাম নাম
হরি-চরণ হেরি শুকসারি॥

রেকর্ড নং : H.N.V. 1705 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

[৭]

কাহারবা

আজি নাহি কিছু মোর মান-অপমান বলে।
সকলি দিয়াছি মোর ঠাকুরের
রাঙা চরণ তলে॥

মোর দেহ-প্রাণ, জাতি কুল মান,
লজ্জা ও গ্লানি আর অভিমান ;
(আমি) দিছি চিরতরে জলাঞ্জলি গো
কালো যমুনার জলে॥

মোরে যদি কেহ ভালোবাসে আজ
জল আসে আঁখি ভরে
মোর ছল করে সে যে ভালোবাসে
মোর শ্যাম সুন্দরে॥

মোরে না বুঝিয়া কেহ করিলে আঘাত
কেঁদে বলি, ওরে ক্ষমা করো নাথ॥
বৃন্দাবনে সে প্রেম মধুর হয়
আঘাত নিন্দাচলে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 27820 শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ

[৮]

সিন্দুরা-ত্রিতালা

আজো বোলে কোয়েলিয়া
চাঁপা বনে প্রিয়
তোমারি নাম গাহিয়া॥

তব স্মৃতি ভোলেনি
চৈতালি সমীরণ
আজো দিকে দিকে
খুঁজে ফেরে কাঁদিয়া॥

নিশীথের চাঁদ আজো জাগে
ওগো চাঁদ তব অনুরাগে
জলধারা উথলে যমুনার সৈকতে
খোঁজে তরুলতা ফুল আঁখি মেলিয়া॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 17346 শিল্পী : কুমারী দীপালি তালুকদার (ডলি)

[৯]

কাহারবা

দ্বৈত ॥ আবার শ্রাবণ এলো ফিরে তেমনি ময়ূর ডাকে,
দোলনা কেন বাঁধলে না গো এবার কদম শাখে॥
স্ত্রী ॥ সঙ্গে লয়ে গোপ-গোপীরে
পুরুষ ॥ ব্রজের কিশোর যাবে ফিরে
দ্বৈত ॥ লীলা-কিশোর শ্যাম যে লীলা-সাথির সাথে থাকে
আবার শ্রাবণ এলো ফিরে তেমনি ময়ূর ডাকে॥

দ্বৈত ॥ দোলনা বেঁধে রইবো চেয়ে আমরা মেঘের পানে
আয় ওরে আয়, নির্জন বনকে জাগাই সেই কাজরি গানে গানে॥
স্ত্রী ॥ বৃষ্টি ধারায় টাপুর টুপুর
পুরুষ ॥ শুনবো তাহার পায়ের নূপুর
দ্বৈত ॥ বিজলিতে তার চপল চাওয়া দেখব মেঘের ফাঁকে॥

রেকর্ড নং : TWIN F-T 12490 শিল্পী : কুমারী বীণা দত্ত ও ভক্তিরঞ্জন রায়

[১০]

দাদ্‌রা

মা, মা গো—
আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দে কাঠুরিয়া মেয়ে,
কত নিরস তরু হলো মঞ্জুরিত তোর চরণ-পরশ পেয়ে॥

রোদে পুড়ে জলে ভিজে মা দিয়েছিস ফুল ফল
শাখায় আমার, নীড় বেঁধেছে বিহঙ্গের দল।
বটের মতো সারা দেহ মাগো মায়ার জটে আছে ছেয়ে॥

ও মা মূল আছে তাই বৈতরণীর কূলে আছি পড়ি
নইলে হতাম খেয়াঘাটেরপারা পারের তরী।

তুই খড়্গের ভয় দেখাস মিছে
মুক্তি আছে এরি পিছে মাগো
তোর হাসির বাঁশি শুনতে পাবো
অসির আঘাত খেয়ে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 27990 শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ

[১১]

কাহারবা

আমার আছে এই কখানি গান
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥

অনেক বেশী তোমার দাবি
শূন্য হাতে তাইতো ভাবি,
কি দান দিয়ে ভাঙবো তোমার
গভীর অভিমান॥

তুমি চাহ গভীর ব্যাকুলতা
আমার আছে বলার দুটি কথা।
যে বাঁশরি গায় অবিরাম
প্রিয়তম তোমারি নাম
যাবার বেলায় তোমায় দিলাম
সেই বাঁশরি খান॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 12436 শিল্পী : কুমারী গীতা বসু

[১২]
তাল–ফেরতা

আমার বিছানা আছে বালিশ আছে বৌ নাই মোর খাটে
(ওগো) তার বিরহে বারোটা মাস কেমন করে কাটে ও দাদা গো॥

বৈশাখা মাস, বৈশাখে প্রাণ ভয়সা যেন ধুঁকে রোদের তাতে (বাবু গো)
হাত–পাখা আর নড়েনা ভাই রাতে প্রিয়ার হাতে
জৈষ্ঠ্যিমাস, জৈষ্ঠ্যি মাসের গরমে হিয়ার গুষ্টি শুদ্ধু ফাটে ও দাদা॥

আষাঢ় মাস, আষাঢ় মাসে কটকটে ব্যাঙ ছটফটিয়ে কাঁদে
চুলকানি যে উঠলো বেড়ে প্রেমের মইষা দাদে,
শ্রাবণ মাস, শ্রাবণ মাসে রাবুণে প্রেম জাগে জলের ছাটে ও দাদা গো॥

ভাদ্র মাস, ভাদ্র মাসে আপনার বৌ হলো ভাদ্র বধূ (বাবু গো)
আশ্বিন মাসে চাখলাম না হায় পূজার মজার মধু
আমার পরাণ লাফায় পাঁঠা যেমন দাপায় হাঁড়িকাঠে ও দাদা গো॥

কার্তিক মাস, কার্তিকে মোর ময়ূরী এই কার্তিককে ফেলে (ওরে)
ও তার দাদার ঘরের রাধা হয়ে বেড়ায় পেখম মেলে
অঘ্রাণ, অঘ্রাণে ধান কাটে চাষা আমার কেঁদে কাটে ও দাদা গো॥

পৌষ মাস, পৌষে আমার বৌ সে কোথায় গুড়ের পিঠা খায় (বাবু গো)
আর হেথায় আমার জিহ্বা দিয়া নাল ঝরিয়া যায়,
মাঘ মাস, ওরে মাঘ মাসে যার মাগ নাই সে থাকে না শ্মশান ঘাটে ও বাবু গো॥

ফাল্গুন মাস, ফাল্গুনে ছাই ডাল–নুনে কি মেটে প্রেমের খিদে
হাতের কাছে কাকে খুঁজি রাতের বেলায় নিঁদে (আমি)
চৈত্র মাস, চৈত্র মাসে মধু খুঁজি হায়রে কদুর বাঁটে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. KDB 10154 শিল্পী : রঞ্জিত রায় ও কুমারী স্বর্ণলতা বসুর সহযোগিতায়

[১৩]
ভৈরবী–দাদ্‌রা

আমার বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন,
দমকল ডাক ওলো সই।
শিগগির ফোন কর বঁধুরে
নইলে পুড়ে ভস্ম হই॥

অনুরাগ দিশলাই নিয়ে
চোখের ল্যাম্প জ্বালিতে গিয়ে,
আমার প্রাণের খ্যাড়ো ঘরে
লাগলো আগুন ওই লো ওই॥

প্রেমের কেরোসিন যে এত
অল্পে জ্বলে জানি নে তো,
কি দাবানল জ্বলছে বুকে
জানবে না কেউ আমা বই॥

প্রণয় প্রীতির তোষক গদি
রক্ষে করতে চায় সে যদি
মনে করে আনতে বলিস (তারে)
আদর সোহাগ বালতি সই॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7249 শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জি

[১৪]

যৎ

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলেন মোর মন্ত্র-গুরু
ঠাকুর হলেন রাধা-শ্যাম॥

ডুবে শ্যামা, যমুনাতে
মা খেলবো খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোরে হান্‌বে খেলা
মা পুরাবেন মনস্কাম॥

আমার মনের দোতারাতে
শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার,
সেই দোতারায় ঝংকার দেয়
ওঙ্কার রব অনিবার।

মহামায়া মায়ার ডোরে
আনবে বেঁধে শ্যাম-কিশোরে
আমি কৈলাসে তাই মাকে ডাকি
দেখবো সেথায় ব্রজধাম ॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 9974 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

[১৫]

আমার সকল আকাশ ভরলো
তোমার তনুর কমল-গন্ধে
আমার বন-ভবন ঘিরল
মধুর কৃষ্ণ-মকরন্দে ॥

এলোমেলো মলয় বহে
বন্ধু এলো, এলো কহে
উজ্জ্বল হলো আমার ভুবন
তোমার মুখ-চন্দে ॥

আমার দেহ-বীণায় বাজে তোমার
চরণ-নূপুর-ছন্দ
সকল কাজে জাগে শুধু
অধীর আনন্দ।

আমার বুকের সুখের মাঝে
তোমার উদাস বেণু বাজে
তোমার ছোঁয়ায় আবেশ জাগে
ব্যাকুল বেণির বন্ধে ॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 9723 শিল্পী : শ্রীমতী আভা সরকার

[১৬]

দাদ্‌রা

আমার হৃদয়-মন্দিরে ঘুমায় গিরিধারী,
জাগে আমার জাগ্রত প্রেম দুয়ারে তার দ্বারী ॥

কানু আমার বুকে ঘুমায়
ভক্তি জেগে চামর ঝুলায়
শিয়রে দীপ আমার আঁখি
প্রীতি দাসী তারি॥

চোরের মতো মোর গুরুজন
ঘুরুক কাছে কাছে
আমি তাদের ভয় করিনে,
(আমার) প্রেম যে জেগে আছে।

আধেক রাতে নিরালাতে
জাগবে হরি, ধরবে হাতে,
ওগো ধ্যান করে গো সেই আশাতে
এ প্রাণ রাধা-প্যারী॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7389 শিল্পী : ধীরেন দাস

[১৭]

তাল-ফেরতা

আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি বোঝ নাকি রসিক বঁধু।
তুমি মন বোঝ মনোচোর মান বোঝ নাকি হে—
তুমি ফুল চেন, চেন নাকি মধু?
তুমি যে মধুবনের মধুকর
তুমি মধুরম মধুরম মধুময় মনোহর
কলহেরি কূলে রহে অভিমান-মধু যে, চেন নাকি বঁধু হে—

কলঙ্কী বলে গগণের চাঁদ প্রতিদিন ক্ষয় হয়
তুমি নিত্য পূর্ণ চাঁদ সম প্রিয়তম চির অক্ষয়
এ চাঁদে একাদশী নাই হে—
রাগের মাঝে রহে অনুরাগ-মধু হে, দেখ নাকি বঁধু হে—
শুধু রাধা একা দোষী হলো নিত্য কেন পায়না
মোর কৃষ্ণ চাঁদে যে একাদশী নাই হে—

সেই ব্রজগোপীদের ঘর আছে পর আছে
কৃষ্ণ বিনা নাই রাধারি কেহ
অমিও জানি যেন আমারও শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাধাময় দেহ।
সে রাধা প্রেমে বাঁধা ছাড়া জানেনা, রাধাময় দেহ
সে রাধা প্রেমে বাঁধা।

রেকর্ড নং : SENOLA. QS 537 শিল্পী : নীলিমা বন্দোপাধ্যায়

[১৮]

কাহারবা

আমি মুলতানি গাই
শ্রোতারা বাছুর সম
মুখপানে চেয়ে মম
ঘন ঘন তোলে হাই॥

জাপ্‌টে সুরের দাড়ি
শ্বশুরের দাড়ি, ভাসুরের দাড়ি
সাপটে তান মারি—আ-আ-আ
জাপটে সুরের দাড়ি
সাপটে তান মারি
গমকে ধমক দেই, মীরের মাড় চটকাই॥

হায় হায় রে হায়—
বোলতানে আবোল-তাবোল তানে খেলি হা-ডু-ডু
কিতকিত—হা-ডু-ডু—হা-ডু-ডু কিত-কিত
মোড় মোড় মোড়—কিত-কিত
আমি বাটের চাট মেরে সুরে করি চিত
আমি তালের শিঙ দিয়ে বেদম গুতাই॥

মোর মুখের হা দেখে হিস্পেটমাস
আফ্রিকার জঙ্গলে ভয়ে করে বাস
আমি যত নাহি গাই তার অধিক রাগাই॥

রেকর্ড নং : SENOLA QS 502 শিল্পী : শ্রী বরোদা গুহ

[১৯]

কাহারবা

আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি
সেথা করিবে লীলা এসো গোলক-বিহারী ॥

মোর কামনার কালীদহ করি মন্থন
কালীর নাগে হরি করিও দমন
আছে গিরি-গোবর্ধন মোর অপরাধ
যদি সাধ যায় সেই গিরি ধরো গিরিধারী ॥

আছে ষড়রিপু কংসের অনুচর দল
আছে অবিদ্যা পুতনা শোক দাবানল
আছে শতজনমের সাধ আশা ধেনুগণ
আছে অসহায় রোদনের যমুনা-বারি ॥

আছে জটিলতা কুটিলতা প্রেমের বাধা
হরি সব আছে, নাই শুধু আনন্দ-রাধা
তুমি আসিলে হরি-ব্রজে রাজেশ্বরী
আসিবেন হাসিনরূপে রাধা প্যারী ॥

রেকর্ড নং : SENOLA QS 486 · শিল্পী : দিলীপ কুমার রায়

[২০]

কাহারবা

আমি শ্যামা বলে ডেকেছিলাম,
শ্যাম হতে তুই কেন এলি !
ওমা লীলাময়ী কেমন করে
মনের কথা শুনতে পেলি ॥

তোরে শৈল-শিরে শিবের সাথে (মা)
পূজে ছিলাম গভীর রাতে।
হেসে কেন কিশোর হয়ে
তুই বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলি ॥

তুই রক্তজবা ফিরিয়ে দিলি (মা)
প্রেম চন্দন মুছিয়ে দিয়ে
মুক্তি চেয়েছিলাম মা
এলি আশীর্বাদী মুকতা নিয়ে।

ছিনু তমোগুণে ডুবে (মা)
তবু প্রিয়তম হয়ে
তুই খেলতে এলি তমাল বনে ;
লয়ে মোর গেরুয়া রাঙা বসন কেড়ে
দিলি রাধার সোনার চেলি ॥

রেকর্ড নং : SENOLA QS 534 শিল্পী : শ্রীমতী শৈল দেবী

[২১]

আল্লাজী আল্লাজী রহম করো
তুমি যে রহমান
দুনিয়াদারীর ফাঁদে পড়ে
কাঁদে আমার প্রাণ ॥

পাইনা সময় ডাকতে তোমায়
বৃথা কাজে দিন বয়ে যায়
চলতে নারি মেনে আমার
নবীর ফরমান ॥

দুনিয়াদারীর চিন্তা এসে
মনকে ভোলায় সদা
তাইতো মনে তোমায় স্মরণ
করতে নারি খোদা ॥

দাও অবসর তুমি ডাকার
এই বেদনা সহেনা আর
সংসারের এই দোজখ হতে
করো মোরে ত্রাণ ॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 13259 শিল্পী : আশরাফ আলী

[২২]

কাহারবা

আল্লার নাম জপিও ভাই দিবস ও রাতে
সকল কাজের মাঝেরে ভাই তাঁহার রহম পেতে
কোরাস : আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ॥

হাত করবে কাজরে ভাই মন জপবে নাম
ঐ : নাম জপতে লাগেনা ভাই টাকা কড়ি দাম,
নাম জপো ভাই মাঠে ঘাটে, হাটের পথে যেতে।

কোরাস : আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ!
ঐ : আল্লার নাম যদিরে ভাই তুমি থাকো ধরে
ঐ : নামও তোমায় থাকবে ধরে দুঃখ বিপদ বাড়ে,
ঐ : নামেরে সঙ্গী করো নাইতে শুতে খেতে
কোরাস : আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ॥

তোমার দেহ-মন হবেরে ভাই নূরেতে রওশন
তখন আমীর ফকির চাইবে সবাই তোমার দরশন
মাতোয়ারা হও জিকির করো খোদার প্রেমে মেতে।
কোরাস : আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ॥

[২৩]

কাহারবা

আল্লার নাম মুখে যাহার
বুকে আল্লার নাম
এই দুনিয়াতে পেয়েছে সে
বেহেশতী আরাম॥

সে সংসারকে ভয় করে না
নাই মৃত্যুর ডর
দুনিয়াকে শোনায় শুধু
আনন্দেরি খবর

দিবানিশি পান করে সে
কওসেরি জাম—
পান করে কওসেরি জাম॥

[আল্লার রহমত' ইসলামি নক্সার গান]

রেকর্ড নং : TWIN FT 13107 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

[২৪]
কাহারবা

আল্লার নাম লইয়া বান্দা রোজ ফজরে উঠিও
আল্লার নামে আহলাদে ভাই ফুলের মতো ফুটিও॥
কাজে তোমার যাইয়ো বান্দা আল্লারি নাম লইয়া
ঐ নামের গুণে কাজের ভার যাইবে হাল্কা হইয়া।
শুনলে আজান কাজ ফেলিয়া মসজিদে শির লুটিও॥

আল্লার নাম লইয়ারে ভাই কইরো খানাপিনা
হাটে মাঠে যাইয়ো না ভাই আল্লার নাম বিনা।
ওয়াজ নসিহত হইলে মজলিসে আইসা জুটিও॥

স্ত্রী পুত্র কন্যা তোমার খোদায় সঁপে দিও
আল্লার নাম জিকির কইরা নিশীতে ঘুমিও।
এই নাম শুইনা জন্মেছ ভাই এই নাম লইয়া মরিও॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 13259 শিল্পী : আশরাফ আলী

[২৫]
কাহারবা

আল্লাহ রসুল বোলরে মন
আল্লাহ রসুল বোল।
দিনে দিনে দিন গেল তোর
দুনিয়াদারী ভোল।
আল্লাহ রসুল বোল॥

রোজ কেয়ামতের নিয়ামত এই
আল্লাহ্-রসুল বাণী
তোর আখেরের ভুখের খোরাক
পিয়াসের ঐ পানি
তোর দিল দরিয়ায় আল্লাহ্ রসুল
জপের লহর তোল্
আল্লাহ্ রসুল বোল॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 12716 শিল্পী : আবদুল লতিফ

[২৬]
কাহার্‌বা

আসিয়া কাছে গেলে ফিরে
কেন আসিয়া কাছে গেলে ফিরে॥
মুখের হাসি সহসা কেন
নিভে গেল আঁখি নীরে
ফুটিতে গিয়া কোন কথার মুকুল
ঝরে গেল অধরের তীরে॥
ঝড় উঠিয়াছে বাহির ভুবনে
আঁধার নামে বন ঘিরে
যে কথা বলিলে না-বলে যাও
বিদায়-সন্ধ্যা তিমিরে॥

রেকর্ড নং : N-1 27004 শিল্পী : দীপালি তালুকদার

[২৭]
কাহার্‌বা

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক
দোস্ত ও দুশমন পর ও আপন
সবার মহল আজ হোক রওনক॥

যে আছ দূরে যে আছ কাছে,
সবারে আজ মোর সালাম পৌঁছে।
সবারে আজ মোর পরাণ যাচে
সবারে জানাই এ দিল আশক॥

এ দিল যাহা কিছু সদাই চাহে
দিলাম জাকাত খোদার রাহে
মিলিয়া ফকির শাহানশাহে
এ ঈদে গাহে গাহুক ইয়াহক।

এনেছি শিরনি প্রেম পিয়ালার
এসো হে মোমিন করো হে ইফতার
প্রেমের বাঁধনে করো গেরেফতার
খোদার রহম নামিবে বেশক॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 4176 শিল্পী : আবদুল লতিফ

[২৮]

কাহারবা

উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে
বাজে ঘুমতি নদীর জলে।
বুনো হাঁসের পাখার মতো
মন যে ভেসে চলে
সেই ঘুমতি নদীর জলে॥

মেঘ এসেছে আকাশ ভরে
যেন শ্যামল ধেনু চড়ে
নাগিণীর সম বিজলী-ফণা তুলে
নাচে, নাচে, নাচেরে
মেঘ-ঘন গগণ তলে॥

পাহাড়িয়া অজগর ছুটে আসে
ঝর ঝর বেনো জল
দিয়ে করতালি
পরে পিয়াল পাতার মাথালি

ছিটায় জল
গেঁয়ো কিশোরীর দল।

রিণিক ঝিণিক বাজে চাবি আঁচলে
কালনাগিণীর মতো পিঠে বেণি দোলে
তীর-ধনুক হাতে
বন-শিকারির সাথে
মন ছুটে যায় বনতলে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 27262 শিল্পী : বীণা চৌধুরী

[২৯]
সুর-মল্লার—ত্রিতাল

এ ঘনঘোর রাতে
ঝুলন দোলায়
দুলিবে মম সাথে॥

এসো নব জলধর
শ্যামল সুন্দর
জড়ায়ে রাধার অঙ্গ
বাঁশরি লয়ে হাতে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 17406 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

৩০
লেটো গান

এত করে বুঝাইলাম তবু বুঝলি না কেনে
এত উপহাসে তোর কি লজ্জা হলো না মনে॥
ঠিক বটে মূর্খের কাছে
শাস্ত্রালাপে কি লাভ আছে
দর্পণ দিলে অন্ধের কাছে সে কি মর্ম জানে॥

ভেলা দ্বারা অগাধ সাগর
পার হইবার বাসনা তোর
বামন হাতে শশধর ধরেছে রে কোনখানে॥
ছিছি রে মরি লজ্জাতে
খোঁড়া যায় পর্বত লঙ্ঘিতে
ঘুঁটে কুড়ানির বেটাতে রেশমের পোষাক কিনে॥
নিবুদ্ধি অসভ্য তাঁতী
চিনে ছিল যেমন হাতি
সেইরূপে রে তোর বুদ্ধির জ্যোতি
নজরুল এসলাম ভনে॥

[কৈশোরকালে লেটোর দলে থাকতে এবং পরবর্তী পর্যায়েও কিছুকাল নজরুল নিজের নাম নজরুল এসলাম লিখতেন। 'ইসলাম'-এর বদলে 'এসলাম' শব্দটি সেকালে চালু ছিল।]

৩১

শোক-গাথা

হায় আমরা কি ভাগ্যহীন হেন ওস্তাদ প্রতীম
কাজী বজলে করিম হারিয়েছি !
কি এ পোড়া কপালে হারায়ে রত্ন অকালে
শোকে বুক নয়ন জলে ভাসাইতেছি॥

বিদ্বানগণ হেরে যার কবিত্ব প্রশংসা করেন অবিরত
হায় আমাদের সে নিধি কেড়ে লয়েছে বিধি
মস্তকহীন দেহ আমি ধরিতেছি॥
আহা তাহার সে ধর্মভাব দেখে প্রাণ হতো শীতল
যার গুণে বশীভূত শত্রু-মিত্র ওস্তাদ সকল
আহা শ্রবণে যাহা পাথর ফাটে হায় আহা
অকাল মৃত্যু তাঁর আহা শুনিয়াছি॥

কি শিশু কি বৃদ্ধ কি যুবা কি যুবতী
যাঁর নামে নয়ন জলে শোকে ভাসায় ছাতি
হায় নিষ্ঠুর কাল অকালে আশামূল বিনাশিলে
শোক-সাগরে সকলে ভাসিতেছি॥

সু-সন্তান বিয়োগ হেতু যেন বসুমতী
হাহাকার রবে কাঁপায় গগন জল-স্থল-ক্ষিতি
সুধা-রস রূপ পবিত্র সর্বভাষা মিশ্রিত
হারায়ে উন্মাদ আমরা আছি॥

অনিত্য এ সংসারে যদি তিনি গেছেন চলে
তাঁহার অক্ষয় কীর্তি অমর সর্বকালে॥
তিনি হন জিন্নাতবাসী এই দোয়া দিবানিশি
রহিম রহমানের কাছে করিতেছি॥

নজরুল এসলাম কয় চাচাজানের অকাল মৃত্যু শেল
নয় জলে বুক উন্মাদ টুকরা টুকরা ফেল
একে পিতৃবিয়োগ তাহে চাচাজানের শোক
হায় এ ছার মর্তলোক মিছামিছি॥

[কাজী বজলে করিম ছিলেন নজরুলের চাচা এবং কবির কৈশোরকালে ফারসী শিক্ষার এবং লেটো গানের ওস্তাদ। বজলে করিমও কবি ছিলেন। নজরুলের উপরোক্ত দুটি রচনা শেখ আজিবুল হক রচিত 'নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে (প্রথম প্রকাশ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪) সংকলিত]

৩২

ইংরেজি মিশ্রিত চাপান গান

ওহে ছড়াদার ওহে That পাল্লাদার
মস্ত বড় Mad
চেহারাটাও Monkey Like
দেখতে Very Bad
Monkey লড়বে বাবর কী সাথ
ঈয়ে বড়া তাজ্জব বাত।
জানেনা ও ছোট হলেও
হা মাভি Lion Lad
শুনো ওহে Brother দোহারগণ
মচ্ছ ছানারা সব করিয়াছে পণ
গান গাইবে আসর মাঝে
খবর বড় Sad

[কবিতাটি নজরুলের নাতী সুবর্ণ কাজীর 'চুরুলিয়া, কাজী পরিবার ও নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত। দ্রষ্টব্য : 'ব্রহ্মপুত্র' প্রথম আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন সংখ্যা ২০০৫]

for Kamal Gupta
(H.M.V.)

৩৩

ভজন

(ভেরোঁ-গীতাঙ্গী)

প্রভাত-বীণা তব বাজে হে।
উদার অম্বর মাঝে হে॥

তুষার-কান্তি
তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে॥

তব আনন্দিত গভীর বানী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত-পাণি।
মন্ত্রমুগ্ধ ভাব গঙ্গা
নিস্তরঙ্গা লাজে হে॥

for Mrs Kamala Devi
(H.M.V.)

৩৪

কীর্ত্তন

যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চলে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে লয়ে সেই পথ ধূলিরে॥

এ তো ধূলি নয় ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন আঁকা এ যে হরি -চন্দন
ধূলি নয় ধূলি নয়।
আমি এই ধূলি মাখিয়া
হয়ে পাগলিনী, ফিরিব শ্যাম শ্যাম ডাকিয়া।
হবো যোগিনী এই ধূলি তিলক আঁকিয়া।
শুনিয়াছি দূতীমুখে প্রিয়তম আছে সুখে
সেই মম পরম প্রসাদ।

ভুলিয়া এ রাধিকায় সে যদি সুখ পায়
তার সে সুখে সাধিব না বাদ।
আমার দীর্ঘশ্বাসে উৎসব বাতি তার যদি নিভে যায়
তাই ওলো ললিতা (আমি) রব ধূলি-দলিতা
যাবনা লো তার মথুরায়।

আমি মথুরায় যাবনা
মম হারানো মানিক সখি আর ফিরে পাবনা।
হারানো মাণিক তবু ফিরে লোকে পায়
হারানো হৃদয় ফিরে নাহি পাওয়া যায়।
সে চিরতরে হারায়
হৃদয় যে হারায় সে চিরতরে হারায়।
প্রেম যে হারায় সে চিরতরে হারায়॥

for Mrinal & Devi

৩৫

ভজন

ম॥ সাজে অভিনব-সাজে রাই শ্যাম পাগলিনী॥
দে॥ নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে আহিরিণী॥

ম{ আনমনে মনের ভুলে
বাঁধে চূড়া বেণী খুলে
দে॥ সিঁথি-মৌর ফেলে, পরে শিখি-পাখা বিনোদিনী॥

(রাই) সাজে এ কি সাজে রে
(তারে) হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে
গাগরি বিসরি বাজায় সে বাঁশরি॥
পায়েলা পরা পায়ে নূপুর বাজে রে।

পরিহরি নীল শাড়ি এলো পীত ধড়া পরি
হেরিয়া কিশোর হরি মুখে বলে, হরি হরি॥

আয় শ্রীদাম যা রে দেখে
আয় রে সুবোল যারে দেখে,

কালাচাঁদে তোরা দেখেছিস
এবার গোরাচাঁদ যাগো দেখে॥

আয় বিরোজা যা রে দেখ
আয় বিশাখা যা রে দেখে
উছলে রূপের ছটা কোটি রবি শশী জিনি॥

৩৬

ছায়া—তেতালা

রিমিঝিম রিমিঝিম
বারিধারা বরষে। (শাওন ঘোর)।
নাচে শিখী শ্যাম ঘন দরশে॥

চমকে বিজলী ঘনঘন
শনশন পূব-হাওয়া বহিছে হরষে॥

এসো বিরহী শ্যামল মোর ভবনে
নূপুর শোনায়ে শ্রবণে।
চামে ফুটিতে এ হিয়া নীপ সম
তব মধুর সজল পরশে॥

৩৭

মডার্ণ

ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো ছায়া॥

তমাল তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে
ভেজা পাতায় কাঁপে গো তার
আদুল ঢলঢল কায়া॥

তার অতল কালো ছায়া দোলে
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকি-বন ঝিমায় ব্যথায়
ঘনায় কাঁদন গগন-সীমায়।

তার বেদনাই ভরেছে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন পথিক,
আকাশ-জোড়া স্তব্ধ তারি
অসীম রোদন বেদন ছায়া॥

৩৮

হাসির গান
(শ্রীমতী রাধিকার কুল ভক্ষণ)

(কুমারী রাধিকা ঘোষের প্রতি দিদিমার উক্তি)
মাথা খাস রাধে ; কথা শোন ওলো
কুল আর তুই খাসনে।
গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই, কুলগাছ পানে চাসনে
(পরের) কুল গাছ পানে চাসনে॥

ও কুল গাছে বড় কাঁটা
তোর গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা।
তুই গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি, যার তার কুল চুরি করে (খেলি)
তুই ভাবিস এখনো বয়স হয়নি, কারণ বেড়াস ফ্রক পরে।
ঐ কুলগাছ আগলায় ভীমরুল চাক
তোর কুল খাওয়া বের হবে ফুলে হবি ঢাক (যবে)।
ওলো পড়তে না তুই কুল খেতে যাস রোজ রোজ ইস্কুলে,
কুলে কাঁটায় দুকুল ছিঁড়িস বেনি আসিস খুলে
খাস তুই টোপাকুল খাস নারকুলে কুল
অত কুল খেয়ে রাতে পেট ডাকে কুলুকুল।
আর কুলোতে নারি, (আমি) কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি।
ছিল কুলুঙ্গীতে কুলে আচার, (আমি) কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি।
ছিল কুলুঙ্গীতে কুলের আচার, তাও খেয়েছিস কুল খোওয়ারি।
ঐ কুল গাছ ধরে কোলাকুলি করে, তুই কি ফ্যাসাদ বাধাবি শেষে?
কুলত্যাগিনী হবি কি নাতিনী কুল গাছে ভালোবেসে॥

for
K. Gupta

৩৯

ভজন

খেলোনা আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেল এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥

অন্ধকারের আড়াল হতে
লও হে টানি বাহির পথে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসাতে ভেলা॥

সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হানো,
স্মরণ যারে করো, তারে মরণ-টানে টানো।

ঠাঁই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাওনা তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাওনা গলে
তোমার অবহেলা॥

for Belarani Dey

৪০

আমার কাছে এই কখানি গান।
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥

অনেক বেশি তোমার দাবি
শূন্য হাতে তাইতো ভাবি
কি দান দিয়ে ভাঙব তোমার
গভীর অভিমান॥

তুমি চাহ গভীর ব্যাকুলতা
আমার আছে বলার দুটী কথা।

যে বাঁশরি গায় অবিরাম
প্রিয়তম তোমারি নাম
যাবার বেলায়
তোমায় দিলাম
সেই বাঁশরি খান॥

for
S. Banarjee
(H.M.V.)

৪১

রসিয়া

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরির দিনে। .
প্রেম-রঙিলা ব্রজের বালা
যায় গো হেথায় আবির কিনে॥

আজ গোকুলের রং-মহলায়
রামধনু ঐ রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙতনা গো
এই হোরির কুঙ্কম বিনে॥

রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ ভেঙে,
এই ফাগুনী ফাগের রাগে
অশোক শিমুল ওঠে রেঙে।
আসে হেথায় রাঙা-বাধব
এই রঙেরই পথ চিনে॥

for
Dhiren Das

৪২

বাউল

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলতি এলি হায় আনাড়ি
হাতে তোর দান পড়ে না
হাত খোলেনা তাড়াতাড়ি॥

সংসার-ছক পেতে হায়
বসে রোস মোহের নেশায়
হেরে যে সব খোয়ালি
যাসনে তবু খেলা ছাড়ি॥

তোরি সে চালের দোষে যায় কেঁটে তোর পাকা গুটি,
ফিরিতে হয় অমনি যেমনি যাস ঘরে উঠি
ও হাতে হর্দম চক ছয়-তিন-নয় পড়চে আড়ি॥

প্রাণ মন দুই গুটিতে যুগ বেঁধে তুই যা এগিয়ে
দেহ তোর একলা গুঠি রাখ আড়িতে মার বাঁচিয়ে।
আড়িতে মার খেলে তুই স্বর্গে যাবি,
জিতবি হারি॥

for
Kumari Renu Bose
(Twin)

৪৩

মডার্ণ

তুমি পালিয়ে যাবে গো
আমি দ্বার খুলে আর রাখবনা।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকবনা॥

এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবনা॥

হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধবনা।
দান এনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবনা।

পাষাণ তোমায় বন্দী করে
রাখব আমার ঠাকুর-ঘরে,
আমি রইব কাছে গো
আর অন্তরালে থাকবনা॥

৪৪

মডার্ণ

আবার কেন আগের মতো অমন চোখে চাও।
যে বিরহ গেছি ভুলে, ভুলতে তারে দাও॥

শান্ত উদাস আমার আকাশ
নাই সেথা আর মেঘের আভাস
নির্ম্মল সে আকাশ কেন বাদল-মেঘে ছাও॥

বিপুল ধরার দূর নিরালায়
একটুখানি পেয়েছি ঠাঁই
নিঠুর, তুমি আবার আগুন জ্বেলোনা সেথাও॥

for
Kumari Gita Bose

৪৫

তোমায় ফেলে এসেছিলাম
সুদূর ভাটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে আবার
উজান স্রোতে ভেসে॥

যে মণিহার অবহেলায়
হারিয়েছিলাম ভুলের খেলায়
সে হার কেন আবার গলায়
জরায় বেলা-শেষে॥

ফেরে না আর শাখায়, যে ফুল
ধূলায় পড়ে খসে।
তবু যেন কিসের আশায়
কূলে ছিলাম বসে।

বহুদিনের ধূলি মেখে
গেছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা জাগালে কে
আবার ভালোবেসে॥

Tr.
Dastidar

for
Indu Bala
(H.M.V.)

৪৬

তুমি যখন এসেছিলে
তখন আমার ঘুম ভাঙেনি।
মালা যখন চেয়েছিলে
বনে তখন ফুল জাগেনি॥

আমার আকাশ আঁধার কালো
তোমার তখন রাত পোহালো
তুমি এলে তরুণ আলো
তখন আমার মন রাঙেনি॥

রুদ্ধ ছিল মোর বাতায়ন
পূর্ণশশী এলে যবে
আঁধার রাতে একলা জাগি
হে চাঁদ, আবার আসবে কবে !

আজকে আমার ঘুম টুটেছে
বনে আমার ফুল ফুটেছে,
ফেলে-যাওয়া তোমার মালায়
বেঁধেছি মোর বিনোদ বেণি॥

for
Kumari
Kalayani Chatterjee

৪৭

কে বলে গো তুমি আমার নাই।
তোমার গানে পরশ তব পাই॥

তোমায় আমায় এই নীরবে
জানাজানি অনুভবে,
তোমার সুরের গভীর স্তবে
আমারি কথাই॥

হে বিরহী ! আমায় বারেবারে
স্মরণ করো সুরের সিন্ধু-পারে।

ওগো গুণী ! পেয়ে আমায়
যদি তোমার গান থেমে যায়
উঠবে কাঁদন সুরের সভায়
চাইনা কাছে তাই॥

৪৮

আমার আছে অসীম আকাশ
তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পারের তরী
আমার বালুচর॥

তোমার আছে কূলের আশা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা,
আমায় ডাকে দূর আলেয়া
তোমায় প্রদীপ-কর॥

থাকুক তোমার দখিণ হাওয়া
আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া
আমার তেপান্তর।

তুমি ঘুমাও সুখের কোলে ;
আমি ভুলে-যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণি
হলো বিপুলতর॥

for
Dhiren das

৪৯

শ্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান।
সেই সুরে গো বাজে আমার করুণ বাঁশির তান॥

সাথি-হারা একলা পাখি
যে সুরে যায় বনে ডাকি
সেই কাঁদনের বেদন মাখি
বিধুর আমার প্রাণ॥

দিন শেষের ম্লান আলোতে ঘনায় যে বিষাদ,
আমার সুরে জড়িয়ে আছে তারি অবসাদ।

ঝরা পাতার মরমরে
বাদল রাতের ঝরঝরে
বাজে আমার গানের সুরের
গোপন অভিমান॥

for "Dacca"

৫০

রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা॥

বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি তন্বী রমা?
ললাট ঘেরি জ্বলে তোমার
সবিতারই টীকা।
কে গো সাহসিকা॥

মনের তিমির পলায়, হেরি
তোমার আঁখির জ্যোতি।
নীল গগনের শুকতারা গো
ভোরের জ্যোতির্মতী।

তোমার রূপের মাণিক ঝরে
চাঁদের আলোয় রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে
তোমারি গান লিখা॥

for Miss Suniti Surkar
(Twin)

৫১

খাম্বাজ-দাদ্‌রা

জ্বালিয়ে আবার দাও
আমার নিভিয়ে দেওয়া দীপ।
পরিয়ে আবার দাও
শুভ সীমন্তে মোর টিপ॥

খোলো খোলো রুদ্ধ দ্বার
আনো গন্ধরাজের হার
আধো অঞ্চলে আমার
বসো হৃদয় অধিপ॥

মোর নিরাভরণ করো
করো কঙ্কন-মুখর
করো উজল, ওগো চাঁদ,
আমার আঁধার নীলাম্বর।

মম অশ্রু-বরষায়
এসো রামধনুরই প্রায়,
প্রেম-কদম্ব-শাখায়
আবার ফুটিয়ে তোলো নীপ॥

for Kumari Gita Bose

৫২

অন্ধকারে এসে তুমি
অন্ধকারে গেছ চলে।
তোমার পায়ের রেখা জাগে
শূন্য গৃহের আঙন কোলে॥

কেন আমায় জাগালেনা
আঘাতে ঘুম ভাঙালেনা,
দলে কেন গেলে না গো
যাবার বেলা চরণ-তলে॥

কৃষ্ণাতিথির চাঁদের মতো
এসেছিলে গভীর রাতে
আলোর পরশ বুলিয়েছিলে
ঘুমন্ত মোর নয়ন-পাতে।

তাই রজনী-গন্ধা সুখে
চেয়ে আছি উর্দ্ধমুখে
ফুলগুলিরে জাগিয়ে গেলে
নিঠুর আমার গেলে ছলে॥

Tr.
Dastidar

for Renu Bose

৫৩
(কীর্তন ভাঙা)

(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি।
(বঁধু) তুমি চাও আমি নিশিদিন যেন
তব নাম ধরে ডাকি॥

হে লীলা-বিলাসী বঁধু অন্তরতম
অন্তর-মধু চাহ বুঝি মম
গোপনে করিতে পান, ওগো বঁধু
অন্তরালে সে থাকি॥

বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে,
তবু কেন মরি খুঁজে।

ভুলি থাকি সুখের মোহে
তাই বুঝি কাঁদাও বিরহে
(বন্ধু ওগো বন্ধু)
তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি॥

৫৪

কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেল অভিমানে।
কিসের তরে, কে জানে তা
কে জানে॥

অন্যমনে অঙ্গুলিতে
জড়াও বেণির জরিন ফিতে,
ঝরলে পাতা চাও চকিতে
পথের পানে॥

ছড়ানো ফুল কুড়িয়ে আবার মালা গাঁথি
কাঁদ বসে তরুতলে আঁচল পাতি।

ঘরে ফেরার পথে যেতে
চমকে দাঁড়াও ধানের ক্ষেতে,
পথিক বঁধু কাঁটার রূপে
আঁচল টানে॥

for Miss Anima
(H.M.V.)

৫৫

মেঘলা-মতীর ধারা-জলে করো স্নান। (হে ধরণী)।
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ
(হে ধরণী)

তব বৈশাখী ব্রত শেষে
শ্যাম-সুন্দর বেশে
নব দেবতা এলো হেসে
লহ আশীষ-বারি দান॥ (হে তাপসী)॥

তব ভূষণ-হীন উপবাস-ক্ষীণ কায়
হোক নবতর শ্যাম সমারোহে, পুষ্পিত সুষমায়।

তীর্থ-সলিলে কৃষ্ণা!
দূর করো গো তৃষ্ণা,
শ্যাম দরশ পরশ-ব্যাকুলা
হরষে গাহ গান॥ (হে তপতী)॥

for Montu
(H.M.V.)

৫৬

ভৈরবী

তোমার ফুল-ফোটানো সুর
তোমার মন-কাঁদানো গান।
তোমার বাণী ব্যথাতুর
আমার উদাস করে প্রাণ॥

মৃদু মন্দ-গতি ধীর
তব ছন্দের মঞ্জুরি
মম মরমে জাগায়-
বঁধু যমুনার উজান।

তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল,
তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।

তুমি চাওনা তবু হায়
হৃদি তোমার পানে ধায়
যদি ঠেলতে মোরে পায়
করো পায়ের পরশ দান॥

for Kumari Parul Sen
(H.M.V.)

৫৭

মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয়।
বসে আছি তাই অঞ্চলে নিয়ে
কুসুমের সঞ্চয়॥

ফুলহার যদি করো অবহেলা,
তাই ভাবি আর বয়ে যায় বেলা

হৃদয়ে থাকুক লুকানো আমার
হৃদয়ের পরিচয়॥

বিফল যদি গো হয় পূজা নিবেদন
মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাই,
পাষাণের নারায়ণ !

কেন কাছে আসি, এসে ফিরে যাই
যদি ফেল জেনে, ভয় মানি তাই,
সকলি সহিব সহিতে নারিব
হৃদয়ের পরাজয়॥

for Indubala
(H.M.V.)

৫৮

কাছে আমার নাই বা এলে
হে বিরহী দূর ভালো।
না-ই কহিলে কথা তুমি,
বলো গানে-সুর ভালো॥

না-ই দাঁড়ালে কাছে আসি
দূরে থেকেই বাজিয়ো বাঁশি
চরণ তোমার নাইবা পেলাম
চরণের নূপুর ভালো॥

পথে পাওয়ার চেয়ে, আমায়
চাওয়াও যেন পথ, বঁধু
দুই কূলেতে রইব দুজন, বইবে মাঝে স্রোত বঁধু।

পরশ তোমার চাইনা প্রিয়
তোমার হাতের আঘাত দিও,
মিলন তোমার সইতে নারি,
বেদনা বিধুর ভালো॥

for Miss Lila
(H.M.V.)

৫৯

ঠুমরী—আদ্ধাকাওয়ালী

শূন্য বাতায়নে একা জাগি
সুদূর অতিথি তোমার লাগি॥

মম জাগার সাথি
একা নিসুতি রাতি,
জ্বলে শিয়রে বাতি
(মম) ব্যথার-ভাগী॥

(মোর) বিফল মালার কুসুমগুলি
ঝরিল ধূলায় (হায়) পড়িল খুলি।

আর কত জনম
কাঁদি হে প্রিয়তম
তব দরশ মাগি॥

for Bhakti
(Twin)

৬০

মনে রাখার দিন গিয়েছে
আজিকে ভোলার বেলা।
আর লাগেনা ভালো আমার
হৃদয় নিয়ে খেলা॥

লগ্ন ছিল, ছিল সময়
পরাণ ভরা ছিল প্রণয়,
সেদিন যদি আসতে মলয়
বসিত ফুলের মেলা॥

সুকুমার সুন্দর যাহা
ছিল গো আমার মাঝে
গেছে মরে নিরাশাতে
ঝরিয়া গেছে লাজে।

আজ উদাসীন শূন্য মনে
ঘুরে বেড়াই অকারণে,
তোমার চেয়েও আমি আমায়
হানি অবহেলা॥

for Kiran Ghose
(H.M.V.)

৬১

যোগিয়া—দাদরা

অশ্রু বদল করেছিনু মোরা
গিয়াছ ভুলে।
স্বপন-মদির ঘুমতী নদীর নিরালা কূলে।
—গিয়াছ ভুলে॥

জানে রবি শশী কোটি গ্রহতারা
বনের বিহগ নদী জলধারা—
পূজেছিলে মোরে দেবতা বলিয়া
কুসুম তুলে।
গিয়াছ ভুলে॥

বিসর্জনের প্রতিমার সম কালের স্রোতে
তোমারে ভাসায়ে ঘুরিয়া বেড়াই বাহির-পথে।

(আজি) নন্দন-লোকে তুমি ইন্দ্রাণী
চিনিতে আমায় পারিবেনা জানি,
শুকায়েছে ফুল পূজার পাষাণ
বেদী মূলে॥

for Gopal Sen
(H.M.V.)

৬২

এসো তুমি একেবারে প্রাণের পাশে।
যাও মিশে গো আমার প্রাণে, আমার শ্বাসে॥

লতা যেমন জড়িয়ে ধরে তরুর শাখা,
কমল যেমন দীঘির জলে রয় গো ঢাকা,
মলয় যেমন মিলিয়ে থাকে ফাগুন-মাসে॥
তেমনি তুমি এসো আমার প্রাণের পাশে

নদী যেমন যায় হারিয়ে নীল সাগরে
আমরা যেন এক হয়ে যাই তেমনি করে।

বাদ

যেমন কাছে চাহে কপোত কপোতীরে
সুবাস পরাগ থাকে যেমন কুসুম ঘিরে
আলো যেমন মিশে থাকে নীল আকাশে॥
তেমনি তুমি এসো আমার প্রাণের পাশে

৬৩

আমি উদাসীন, আমি ভুলেছি সবায়।
(হায়) ডেকোনা আমায় আর প্রাণের সভায়॥

কভু ছিলাম সাগর,
আজি মরু বালুচর,
ওগো তৃষ্ণা-কাতর!
জল চেয়োনা হেথায়॥

কভু শ্যামল ছিল এ ধূসর প্রান্তর,
মোর প্রাণে ছিল প্রেম, ধ্যানে চির-সুন্দর!

আজ হারায়েছি সব
তাই লুকায়ে নীরব
শুনি দূর কলরব
আর কাঁদি বেদনায়॥

for Gopal Sen
(H.M.V.)

৬৪

একলা জাগি তোমার বিদায়-বেলার ব্যথা লয়ে।
যাওয়ার বাণী কাঁদে বুকে ফিরে-আসা হয়ে॥

কে জানিত তোমার তরে
কাঁদবে পরাণ এমন করে,
রইব পড়ে ধুলার পরে
বিপুল পরাজয়ে॥

ভালোবাসায় ভালোবেসে রাখতে যে হয় বেঁধে
তুমি চলে যাওয়ার পরে শিখেছি তাই কেঁদে।

না চাহিতে পেয়ে তোমায়
অবহেলা করেছি হায়,
ফিরে এসো, বাঁধব এবার
নতুন পরিচয়ে॥

for
ছায়া চট্টোপাধ্যায়

৬৫

ভাটিয়ালী—কার্ফা

গানের সাথি আছে আমার
সুরের সেতু-পারে।
তারি আশায় গানের ভেলা
ভাসাই পারাবারে॥

জানি জানি আমার এ সুর
পাবেই পাবে চরণ বঁধুর,
ঐ ভেলাতে আসবে বঁধু
গভীর অন্ধকারে॥

ঘুমে যখন মগ্ন সবাই
বন্ধু আমার আসে,
ফুলের মতো সুরগুলি (মোর সুরগুলি) তার
মুখে চেয়ে হাসে।

উদ্দেশ্যে তার গানগুলি মোর
যায় গো উড়ে নেশায় বিভোর,
যেমন করে যায় গো চকোর
চাঁদের অভিসারে॥

for Indubala
(H.M.V.)

৬৬

দাদ্‌রা

ওকে উদাসী বেণু বাজায়।
ডাকে করুণ সুরে আয় আয়॥

ওসে বাঁধন-হারা বাহির-বিলাসী
গৃহীরে করে সে পরবাসী
রস-যমুনাতে উজান বহায়॥

মম মনের ব্রজে কে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশি শুনি অনাদিকাল।

তার সরলবাণী তার তরল তাল
তার কাজল আঁখি তনু তরুণ তমাল
কভু কাঁদায় কভু আনন্দে ভাসায়॥
অন্তরে গরল-সুধা মিশায়

৬৭

"রাস" (চক্রব্যূহ)

রাস-মঞ্চে দোল দোল লাগে রে, লাগে রে
জাগে ঘূর্ণী নৃত্যের দোল।
আজি রাস-নৃত্য-নিরাশ চিত্ত জাগো রে
চল যুগলে বন-ভবনে
আনো নিথর হেমন্ত-হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥

শতরূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি
শতদিকে শত সুরে বাজে বাঁশরি

সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী
যাবে তৃষ্ণা, পাবে কৃষ্ণের কোল॥

তরলতাল-ছন্দ দুলাল
নন্দ-দুলাল নাচে রে,
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে
অঙ্গের পরশ যাচে রে।
মানস-গঙ্গা অধীর তরঙ্গা
প্রেমের যমুনা হলোরে উতরোল॥

৬৮

কীর্তন

গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও দেহমন শুক সারি গাও রে ব্রজের নরনারী
গাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥

গাও তাঁরি নাম যমুনার বারি
গাও কুহু কেকা ধেনু বন-চারী,
গাহ রে শ্রীদাম গাহ সুদাম॥

গাহ রে সজল শ্যামল গগন
কদম্ব-তরু তমাল-কানন
গাহ রে ভ্রমর মাধবী-লতা কৃষ্ণ-কথা
শ্রবণ-অভিরাম॥

গাহ লো বিশাখা, গাহ লো ললিতা
গাহ শ্যাম-দয়িতা চন্দ্রাবলী (শ্যাম নাম)
গাহ লো চন্দ্রাবলী,
ভুবন ছাপিয়া গগন ব্যাপিয়া উঠুক কাঁপিয়া
নাম-কাকলি।
(শ্যাম-নাম কাকলি)।

তোরা গেয়ে যা গেয়ে যা,
হয়ে শ্যাম-নামে বিবাগী পথে পথে ধেয়ে যা।
ঘনশ্যাম পল্লবে মনো-বন ছেয়ে যা।
বহিয়া যাক শ্যাম-নাম সুরধুনী
মধুর হোক মৃত্যু শ্যাম নাম শুনি॥

৬৯

ভজন (চক্রব্যূহ)

নমো শ্রী কৃষ্ণ অনন্ত-রূপ ধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥

বিরাট বিপুল তব মহাবিশ্বে
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদা পদ্মধারী কভু গোলোক-বিহারী
কভু গোপাল ব্রজ-দুলাল কিশোর রাখাল॥

কভু মুরারি কংস-অরি কভু মুরলিধারী
কভু ভূপতি কভু সারথি প্রভু ত্রিলোক-চারী।

কভু দুঃখ-ত্রাতা,
কভু মোক্ষ-দাতা,
সৃষ্টিবিনাশে লীলা-বিলাসে
মগ্ন তুমি আপনভাবে অনাদি কাল॥

৭০

গারা—দাদ্‌রা

ধীর চরণে নীর ভরণে
চলে তন্বী নাগরি।
চরণ-ছন্দে নাচে আনন্দে
বাহুর বন্ধে গাগরি॥

হেরি তাহার অঙ্গ ভঙ্গ
উতল হলো নদী-তরঙ্গ
পাগল বায়ু করিছে রঙ্গ
উড়ায়ে ওড়না ঘাগরি॥

বিজন পথ মুখর করি
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা-পরী,
এলো সহসা গগন ভরি
পূর্ণিমা-কোজাগরি॥

for Jotin Dutt

৭১

পরজনম থাকে যদি
সেথায় আবার দেখা দিও।
এ জনমের চাওয়া আমার
আর-জনমে হয়ো প্রিয়॥

এবার পাষাণ-মূরতিরে
চেয়ে গেলাম অশ্রু-নীরে,
পরজনমে এসে ফিরে
আমার বরণ-মালা নিও॥

এ জনমের বিফল আশা ভালোবাসা তোমায় দিয়া
বিদায় নিলাম ওগো আর জনমে হয়ো প্রিয়া।

জানি জানি আমার প্রেমে
বেদী হতে আসবে নেমে,
আমার প্রীতির হিঙুল রঙে
রাঙবে তোমার উত্তরীয়॥

৭২

জাতের জাঁতি-কল।

একে একে সব মেরেছিস জাতটা শুধু ছিল বাকি,
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবে নাকি॥

রান্না ঘরে কাঁথা চেপে কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়ো
জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিসনে হুড়ো।
এক কোণে সে পড়ে আছে ছোঁওয়া ছোঁওয়ির কাঁথা ঢাকি॥

জবুথবু জাতকে নিয়ে এ তো দেখি ভারি ল্যাঠা
পথ চলতে গেলেই দেখি, শূদ্র অজাত বেজাত ঠ্যাঁটা।
মেথর চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি॥

গরুর গাড়ী চড়তে গিয়ে দেখি শূদ্র চালায় গাড়ি
হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে জল ফেলে দিই তাড়াতাড়ি।
রেলগাড়ীতে বামুন শূদ্রে মাছে শাকে মাখামাখি॥

মেথররাণীটা বললে, 'বাবু, জাত জান কি তোমার মায়ের?'
পাঁচ ছেলের সে ময়লা ফেলে, আমি ফেলি লক্ষ ছেলের
স্নান করে সে ঠাকুর পূজে আমার বেলা জাতের ফাঁকি॥

ছোঁওয়া ছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাঁচি পৃথিবীতে কেমন করে?
অব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ চাঁড়াল চতুর্দিকে আছে ভরে,
এমন করে কদিন চালাই জাতের ছেঁড়া কাপড় ঢাকি॥

for Dhiren Das
(H.M.V.)

৭৩

ভজন

তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা,
তোমারি জয়।
তুমি ভালোবাসো যারে কাঁদাও তাহারে
ছলনাময়॥
তোমারি জয়॥

তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে
হে নিরদয়॥
তোমারি জয়॥

তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নের
বিরহ অশ্রু ঝুরে
ধরণি আজ ডুবু ডুবু শ্যাম
সাগর-সলিলে পুরে।

ভক্তে কাঁদাতে হে ব্যথা-বিলাসী
যুগে যুগে আসি বাজাইলে বাঁশি
তবু এ পরাণ তোমারি পিয়াসি
মানেনা ভয়॥
তোমারি জয়॥

for Nitai Ghatak
(Twin)

৭৪

ভজন

কালো কালিন্দী-সলিল-কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যাম রূপে শ্যামল হলো সংসার-ব্রজধাম॥

রৌদ্রে পুড়িয়া তাপিতা ধরণি অবনি
চেয়েছিল শ্যাম-স্নিগ্ধ লাবণি
আসিলে অমনি নবনীতে-তনু ঢলঢল অভিরাম॥

আধেক বিন্দু রূপ তব দুলে ধরায় সিন্ধু-জল
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল হইল গগন-তল।

তব বেণু শুনি ওগো বাঁশুরিয়া
প্রথম গাহিল কোকিল পাপিয়া
হেরি কান্তার-বন-ভুবন ব্যাপিয়া
বিজড়িত তব নাম॥

৭৫

নাচ

কার বাঁশরি বাজে বেণু-কুঞ্জে উদাস সুরে।
সেই সুরে গো মন উড়ে যায় দূর সুদূরে॥

নাচে সে সুরে কুরঙ্গ
হয় ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ,
চাহে প্রাণ তারি সঙ্গ
হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে॥

সেই সুর-অনুরাগে
নভে তরুণ তপন জাগে,
নীপ-শাখে দোলা লাগে
সখি এনে দে সেই বঁধুরে॥

for
Durga Gangulity

৭৬

মডার্ণ

একটুখানি দাও অবসর বসতে কাছে।
অনেক যুগের অনেক কথা বলার আছে।

গ্রহ ঘিরে উপগ্রহ
ঘোরে যেমন অহরহ
আমার এ ব্যাকুল বিরহ
তেমনি তোমায় যাচে॥

চিরকালই রইলে তুমি দূরে দূরে
আজকে ক্ষণিক কইব কথা গানের সুরে।

করব পূজা গানে গানে
চাইবনা ও নয়নপানে
আমার চোখের অশ্রু তুমি
দেখা দেয় পাছে॥

for Narayan Bose
(Twin)

৭৭

ভজন

তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা
দেখলনাকো তোমাকে।
দেখলনা হে করুণাময় তোমার
অশেষ ক্ষমাকে॥

ওরা একটু কিছু যদি হারায়
কৃপণ সম কেঁদে ভাসায়
খরচ শুধু দেখল ওরা দেখলনাকো জমাকে॥

মায়ের মারকে ভয় করেনা মাকে ভালোবাস যে
সেই সে মায়ের স্বরূপ চেনে শাসন দেখে হাসে সে।

দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে
কী যে ব্যথা তোমার বুকে
(ওরা দেখলনা তা দেখলনা)
ওরা দেখলনা ভৈরবের পাশে
সুমঙ্গলা উমাকে॥

Inati Jall Dutt

৭৮

শ্যামা-সঙ্গীত

আমার ঋণের বোঝা শ্যামা
রাখলাম তোর পায়ে
(এবার) তুই দিবি মা ভক্তের তোর
সকল ঋণ মিটায়ে॥

মাগো সমন-হাতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এখন
তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন
ছেলের ঋণের দায়ে॥

ওমা সুদ আসলে এ সংসারেরই বেড়েই চলে দেনা,
এবার ঋণমুক্তির তুই নে মা ভার, রইব তোরই কেনা।

আমি আমার আর নহি তো
আমি তোর পায়ে যে নিবেদিত
এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার
দে ওদের বুঝায়ে॥

for Mrinal Ghose

৭৯

কীর্ত্তনভাঙ্গা

কাঁদবনা আর শচী-দুলাল
তোমায় ডেকে ডেকে।
তুমি গেছ চলে তোমার
প্রেম গিয়াছ রেখে॥

ত্যাগ যেখানে প্রেম যেখানে
তোমার মধুর রূপ সেখানে
জগন্নাথের দেউল তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে॥

হলো বৈরাগিনী ধরা তোমার চরণ ধূলি মেখে।
তোমার মন্ত্র নিল অসীম আকাশ চাঁদের তিলক এঁকে।

সুন্দর যা কিছু হেরি
রূপ সে শচীনন্দনেরই
(তোমার) ডাক শুনি যে আজও
হৃদয়-পুরীর সাগর থেকে॥

(H.M.V.)

৮০

ভজন

প্রেমের প্রভু ফিরে এসো, শিখাও আবার ক্ষমা।
ধূলির ধরায় আবার বহু পাপ হয়েছে জমা॥

ভোগবতীর ফেনিল জলে
ডুবল ধরা অতল তলে,
ভরল বিশ্ব হলাহলে
ঘিরল নিশীথ অমা॥

শিশুর মতো অবোধ এরা খেলনা নিয়ে তাই
নিত্য করে হানাহানি, ভাইকে মারে ভাই।

তোমার ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে
আবার এদের যাও বাঁচিয়ে
ভোগক্লান্ত ধরা (প্রভু, রণক্লান্ত ধরা)
আবার হউক বিশ্বরমা॥

Mati Lall Dutt
(H.M.V.)

৮১

ভজন

আমায় দুঃখ যত দিবি মা গো
ডাকব তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে॥

তুই পরখ কত করবি মা আর
চারধারে মোর দুখের পাথার

জানি তবু হবো মা পার
চরণ-তরী ধরে।
তোরই চরণ-তরী ধরে॥

আমি ছাড়বনা তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে
আমায় দুখ দিয়ে তোর নাম ভুলাবি নই মা তেমন ছেলে॥

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
তুই স্মরণ করিস পলে পলে
আমি সেই আনন্দে দুখের অসীম
সাগর যাব তরে॥

Ranjit Roy
(H.M.V.)

৮২

হাসির গান

ও তুই উলটো বুঝলি রাম।
আমি আম চাহিতে জাম দিলে আর জাম চাহিতে আম॥

আমি চড়বার ঘোড়া চাইতে শেষে
ঘোড়াই ঘাড়ে চড়ল এসে,
আমি প্রিয়ার চিঠি চাইতে এলো Income tax-এর খাম॥

আমি চেয়েছিলাম কোঠাবাড়ি
ভুলে আমি বলেছিলাম—
'তোমার পায়ে শরণ নিলাম'
তাই পিঠে পড়ল লাঠির বাড়ি
তুমি ভুল বুঝিলে ভিটেবাড়ি
তাই হলো নিলাম॥

আমি চেয়েছিলাম সুবোধ ভাইটি
গোঁয়ার সে ভাই উচাঁয় লাঠি
আমি শ্রীব্রজধাম চাইতে, দিলে
শ্রীঘর হাজত-ধাম॥

for Dhiren

৮৩

ভজন

গঙ্গার বালুতটে খেলেছি কিশোর গোরা।
চরণ-তলে টলে পুলকে বসুন্ধরা॥

পড়িল কি রে খসি
ভূতলে রাকা শশী
ঝরিছে অঝোর ধারায়
রূপের পাগল-ঝোরা॥

শ্রীমতী ও শ্রীহরি খেলিছে এক অঙ্গে
দেব দেবী নর নারী গাহে স্তব এক সঙ্গে।

গঙ্গায় জোয়ার জাগে
তাহারি অনুরাগে
ফিরে এলো কি নদীয়ায় ব্রজের ননী-চোরা॥

Mrinal Ghose

৮৪

ভজন

ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথ-হারা
ওরে ঘর-ছাড়া ফিরে আয়।
ফেলে-যাওয়া তোর বাঁশরি, রে কানাই
কাঁদে লুটায়ে ধুলায়॥

ব্রজে আর ফিরে ওরে ও কিশোর
কাঁদে বৃন্দাবন কাঁদে রাধা তোর
বাঁধিবনা আর ওরে ননীচোর
অভিমানী মোর ফিরে আয়॥

তোর মার মতন লয়ে শূন্য কোল
জাগে শূন্য মাঠ গৃহ শোক-বিভোল
ঝরে যায় যে ফুল মরে যায় ফসল
ওরে শ্যামল তোর বেদনায়॥

আসিলে ফিরে ওরে পথ-বেভুল
আবার উঠবে রোদ
আবার ফুটবে ফুল
ধানে ভরবে মাঠ আবার বসবে হাট
জোয়ার বইবে হৃদ-যমুনায়॥

for Indu Sen and Satyabala
(Twin)

৮৫

ভজন

লহ প্রণাম শ্রীরঘুপতি-রাম
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম অভিরাম॥

কোরাস—সুরাসুর কিন্নর যোগী ঋষি নর
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥

সরযূ-নদীর জল-ছলছল-কান্তি
ঢলঢল অঙ্গ, ললাটে প্রশান্তি
নাম শরণে টুটে শোক তাপ ভ্রান্তি
পদারবিন্দে মূরছিত কোটি কাম॥

বঙ্কিম সুঠাম ত্রিভঙ্গি অঙ্গ
পরশে নিমেষে হয় হরধনু ভঙ্গ
বারণ ভয় হরে যাহার নাম॥

পিতৃসত্য-ব্রত-পালনকারী
চীর বল্কলধারী কানন-চারী,
প্রজারঞ্জন লাগি সর্ব সুখত্যাগী
যে নামে ধরা হলো আনন্দ-ধাম॥

for Indu Sen
(Twin)

৮৬

ভজন

বাঁশির কিশোর ! ব্রজ–গোপী চিরচোর এসো গোকুলে ফিরে।
তোমা বিনে গোপী–সখা
ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন তিমিরে॥

ধেনু নাহি গোঠে যায়
শুক সারি নাহি গায়
শিরে করো হানি হায়
গোপ–বালিকা কাঁদে যমুনা–তীরে॥

আঁধার আনন্দ–ধাম
আছে রাধা নাহি শ্যাম
শুনিনা আর কৃষ্ণ নাম
ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন–নীরে॥

৮৭

স্বপন যখন ভাঙবে তোমার
দেখবে আমি নাই।
(মোরে) শূন্য তোমার বুকের কাছে খুঁজবে গো বৃথাই
দেখতে আমি নাই॥

দেখবে জেগে বাহুর পরে
নীরব আমার অশ্রু ঝরে
কাছে থেকেও ছিলাম দূরে
যাইগো চলে তাই॥

ব্যথার মতো ছিলাম বিঁধে
আমি তোমার বুকে
আজকে রাহুমুক্ত তুমি
ঘুমাও ঘুমাও সুখে।

৮৮

এতনা তো কর্‌না স্বামী যব্ তন্ সে নিক্‌লে।
গোবিন্দ নাম কহ্‌কে তব্ প্রাণ তন্ সে নিক্‌লে॥

গঙ্গা জিকে তট হো য়্যা যমুনা জিকে বট্ হো
মেরা শ্যামলা নিকট হো তব্ প্রাণ তন্ সে নিক্‌লে॥

শ্রী বৃন্দাবন কি খল হো, মেরে ঝুমে তুলসি দল হো
লিয়ে বিষ্ণুপদ জল হো তব্ প্রাণ তন সে নিক্‌লে॥

উস্ ভক্ত জল্‌দি আয়া মুঝ্‌কো না ভুল জানা
নূপুর কি ধুন্ শুনানা তব্ প্রাণ তন্ সে নিক্‌লে॥

৮৯

চাঁদের দেশের পথ ভোলা পরী
স্রোতে ভেসে আসা পূবাল মঞ্জরী
পাষাণ নদী তলে
আকূল অঞ্চলে
কিশোরী উপাসিকা
কাঁদিছ কে তুমি

৯০

মোতিলাল নিয়া
অভিমানী প্রিয়া—
বরজুবন পর উতরে কা হুয়ে না দেতে
হরতায় গুঁথলারি মন বস করবে কো
নয়নন মে হার যেতে
কেন ফিরায়ে আঁখি
আনন আঁচলে ঢাকিয়া॥

লুটায় বরণ-ডালা
ছড়ানো কুসুম মালা
সঘন কাঁপিছে হিয়া॥

৯১

সংগীত

মুরশিদ পীর বলো, বলো,
(ওগো) রসূল কোথায় থাকে
কেমন করে কোথায় গেলে
(ওগো) দেখতে পাব তাকে॥

বেহেশতের পারে দূর আকাশে
তাহার আসন খোদার পাশে
এতই প্রিয় আপনি খোদা
(ওগো) লুকিয়ে তারে রাখে॥

কোরান পড়ি, হাদিস শুনি
সাধ মেটে না তাহে
আতর পেয়ে মন যে আমার
ফুল দেখতে চাহে।

সবাই খুশি ঈদের চাঁদে
কেন আমার পরান কাঁদে
দেখব কখন ঈদের চাঁদ
(ওগো) আমার মোস্তফাকে॥

৯২

বনস্পতির গান

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কারা যেন ডাকে
বেরিয়ে এলো তরুণ পাতা
পল্লবহীন শাখে॥

ক্ষুদ্র আমার রুদ্র তালে
কচি পাতার লাগল নাচন
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে॥

স্থবির আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে,
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে॥

কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেললো পাখা
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয় মহাত্মাকে॥

৯৩
ভজন

অহঙ্কারের মূল কেটে দাও
অহম তরুর মূল কেটে দাও হরি!
আমার মূল আছে, তাই শত রিপুর জ্বালায় জ্বলে মরি।
রোদে পুড়ে জলে ভিজে দিয়েছি কুল ফল
শাখায় আমার নীড় বেঁধেছে কাক শকুনের দল
(মায়ার) জট পাকিয়ে বট সেজেছি, সাধ্য নাই যে নড়ি।
রাসনারই কাল-নাগিনী

আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দাও
(অহং তরুর মূল কেটে দাও)
জিঠুর কাঠুরিয়া।
কত তরু হলো পায়ের তরী
তোমার শরণ মিয়া॥